দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

উদ্ভট আদেশে শিক্ষকদের ক্ষোভ ॥ পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

এক আদেশ বলেই তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা! বিগত সরকারের এক আদেশ বলে এই বিরল সুযোগ লাভ করেছে দেশের ৫৪টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনাস্টিটিউটের শিক্ষকদের একটি অংশ। সমমর্যাদাসম্পন্ন অন্য অংশ বঞ্চিত হয়েছে। এ কারণে পিটিআই ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রায় এক হাজার শিক্ষক পেশাগত অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। বঞ্চিত শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। এমনকি কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের বঞ্চিত অংশের এমএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককেও এতদিনের একই পদমর্যাদাসম্পন্ন ইনস্ট্রাক্টরদের কাছে 'সি-ইন-এড' করার উদ্ভট আদেশ জারি করেছে। এতে বঞ্চিত শিক্ষকদের ক্ষোভ আরও বেড়ে গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ৬ জানুয়ারি-১৯৯৬-এর এক আদেশবলে ৫৪টি পিটিআই-এর সাড়ে ছয় শ' ইনস্ট্রাক্টরকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে (নন-ক্যাডার) উন্নীত করেন। এদের বেতন স্কেল ২৩০০-৪৪৮০ থেকে ২৮৫০-৫১৫৫ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতায় পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়গুলোতে ৫ জন করে দুই শ' ৭০ জন শিক্ষক রয়েছেন। এই শিক্ষকদের যোগ্যতা, বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা এক হলেও এদের দেয়া হয়নি। সূত্র মতে, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষকদের সমন্বয়েই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চলে আসছে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়মিত পাঠদান ছাড়াও পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠ, টীকা অনুমোদন করে আসছেন।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এই বৈষম্যের কারণে দীর্ঘদিন ধরে পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে 'ক্ষোভ' বিরাজ করছে। শিক্ষকবৃন্দ বহু আবেদন-নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে হাইকোর্টে রীট পেশ করে। এরপর তাদের ওপর নেমে এসেছে হযরানির খড়্গ। এর মধ্যে গণবদলি, বিএড-এমএড নীতিমালা প্রবর্তন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিয়ে পরীক্ষণ বিদ্যালয় পরিচালনা, ম্যানেজমেন্ট হ্যান্ডবুকের মাধ্যমে অবমূল্যায়ন ইত্যাদি।

সূত্র জানায়, একটি উদ্ভট আদেশ শিক্ষকদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই আদেশে পিটিআই-এর ইনস্ট্রাক্টরদের কাছে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের বিএড-এমএডধারী শিক্ষকদের সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ নিতে বলা হয়েছে। ইনস্ট্রাক্টররা নিজেরাই সি-ইন-এড বিহীন। তাছাড়া এমএড ডিগ্রী থাকলে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক শিক্ষকদের এক আবেদনে অভিমত দিয়েছেন। এ অবস্থায় সি-ইন-এড বিহীন এবং আগের সমমর্যাদার ইনস্ট্রাক্টদের কাছ থেকে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের আদেশে পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষকরা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যকার এ বৈষম্য দূর করে পিটিআই-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পূর্নোদ্যমে চালানোর জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়েছে।